

## 💵 আল-লুলু ওয়াল মারজান

হাদিস নাম্বারঃ ১১৫০

৩২/ জিহাদ (کتاب الجهاد)

পরিচ্ছেদঃ ৩২/১৬. নবী (ﷺ) এর বাণীঃ (আমাদের সম্পদের কেউ উত্তরাধিকারী হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা হচ্ছে সদাকাহ)।

قول النبي صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نورت ما تركنا فهو صدقة

## আরবী

حديث عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ، ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِيقَ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مَيرَائَهَا مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَا: لاَ نُورَتُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِبَتْ بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَاذَ لاَ نُورَتُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضَبِت عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى لَاهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى لَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، تُوفِيّيتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، تَسُأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهُ بَالْمَدِينَةِ فَأَبِي أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا مَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، وَصَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِي أَخْشَى، إِنْ تَرَكُتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ، أَنْ اللهِ عَلَيْ وَعَبَّاسٍ فَأَمَّا حَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ فَأَمَّا حَدُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ عَمْرُتُ لِكَ إِلَى الْيَوْمِ اللّهِ كَانَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى الْيَوْمِ وَلَيَ الْمَوْدَ وَلَوَا لِلِهِ وَلَا اللّهُ مَلَى الْمُمْ عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ

## বাংলা

১১৫০. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ (রাঃ) আবু বা সিদ্দীক (রাঃ) এর নিকট আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইতিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফায় হিসেবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ হতে রেখে গেছেন। অতঃপর আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে বললেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না, আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদাকা রূপে গণ্য হয়। এতে আল্লাহর



রসূলের কন্যা ফাতিমাহ (রাঃ) অসম্ভুষ্ট হলেন এবং আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর ফাতিমাহ (রাঃ) ছয়মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ফাতিমাহ (রাঃ) আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ) এর নিকট আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদকাতে তাঁর অংশ দাবী করেছিলেন। আবু বাকর (রাঃ) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তার কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রম্ভ হয়ে না যাই। অবশ্য আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মদীনাহর সদাকাকে 'উমার ও 'আলী ও 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে আগের মত রেখে দেন। উমার (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম জরুরী প্রয়োজন ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলিমদের শাসক খলীফা হবেন। যুহরী (রহঃ) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা আজ পর্যন্ত ও রকমই আছে।

## ফুটনোট

সহীহুল বুখারী, পর্ব ৫৭ : খুমুস (এক পঞ্চমাংশ), অধ্যায় ১, হাঃ ৩০৯৩; মুসলিম, পর্ব ৩২: জিহাদ, অধ্যায় ১৬, হাঃ ১৭৫৯

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আয়িশা বিনত আবু বাকর সিদ্দীক (রাঃ)

🚨 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন